# জাতীয় সমবায় নীতি-২০১১
# খসড়া (সংশোধিত)

## ১.০০ প্রস্তাবনা ঃ

মানুষের ঐক্য ও যৌথ প্রচেষ্টার সাংগঠনিক ব্যবস্থার নাম সমবায়। ব্যক্তি ও সমষ্টির স্বার্থের সমন্বয় ঘটিয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার কাংক্ষিত পরিবর্তন সাধনে মানবিক প্রযুক্তি হিসেবে সমবায়ের উপযোগিতা অনস্বীকার্য। সমবায় পদ্ধতি উন্নয়নের অন্যতম কার্যকর পন্থা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শনে অন্যতম উপাদান ছিল সমবায়। তাঁর গভীর মানবিক জীবন দর্শণের লক্ষ্যই ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ। তাঁর ভাষায় "এই লক্ষ্যে যদি আমাদের পৌঁছাতে হয় তবে অতীতের ঘুনে ধরা সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে একটি সত্যিকারের গণমুখী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। অতীতের সমবায় ছিল শোষক-গোষ্ঠীর ক্রীড়নক। তাই সেখানে ছিল কোটারী স্বার্থের ব্যাপক ভূমিকা। ... আমাদের সমবায় আন্দোলন হবে সাধারণ মানুষের যৌথ আন্দোলন, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতার নিজস্ব প্রতিষ্ঠান।... ভাইয়েরা আমার- আসুন সমবায়ের যাদুস্পর্শে সুপ্ত গ্রাম বাংলাকে জাগিয়ে তুলি।... আমাদের সঙ্গবদ্ধ জনশক্তির সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তুলতে হবে 'সোনার বাংলা'।... রাজনৈতিক স্বাধীনতা তার সত্যিকারের অর্থ খুঁজে পাবে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বাদে, আপামর জনসাধারণের ভাগ্যোন্নয়নে। তবেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে রূপায়িত হবে সমাজতান্ত্রিক নীতির এবং সেই অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবো সমবায়ের মাধ্যমে।" বাংলাদেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমবায় পদ্ধতিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৮৯ সালে প্রথমবারের মতো সমবায় নীতিমালা প্রণীত হলেও নানাবিধ কারণে তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভব হয়ে উঠেনি। বর্তমানে প্রেক্ষাপট অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। সমবায় এখন অনেক নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। অন্যদিকে দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে জাতির সামনে যে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (Mellenium Development Goal) রয়েছে, তা অর্জনের জন্য প্রয়োজন গণমুখী সমবায় আন্দোলন। এ প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালে প্রণীত সমবায় নীতির পরিবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বিশ্বের অনেক দেশে বিশেষ করে ভারতের এনসিডিসি (National Co-operative Development Council-NCDC), শ্রীলংকার সানাসা (SANASA) ব্যাংক এর অবদান, যা জাতীয় অর্থনীতিতে একটি নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান দ্বারা পরিগণিত হয়। অথচ যুগোপযোগী সমবায় নীতি না থাকায় বাংলাদেশে মোট জাতীয় উৎপাদনের (জিডিপি) শতকরা কত ভাগ সমবায়ের অবদান তা আজও নির্ণীত হয়নি। বস্তুত দারিদ্র্যমুক্ত আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ায় সমবায়ী উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান এবং গণমুখী সমবায় আন্দোলনের দিক নির্দেশনার প্রয়োজনেই 'জাতীয় সমবায় নীতি-২০১১' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

সমবায় নীতি-২০১১ এর বিষয়বস্তুকে ৬ টি আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। আঙ্গিকগুলো হচ্ছে- সমবায় সমিতিসমূহের অবস্থান, সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্হা, নতুন প্রজন্মের স্ব-উদ্যোগে গড়ে উঠা সমবায় সমিতিকে পৃষ্টপোষকতা প্রদান, সমবায় সমিতিসমূহের আত্মব্যবস্হাপনা নিশ্চিতকরণ, সমবায়ের ভূমিকা ঋণ উপকরণ সরবরাহ এবং আইসিটি, প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও গবেষণা।

সমবায় নীতি-২০১১ এর যুগোপযোগী নতুন ভিশন, উদ্দেশ্যাবলী ও কৌশলসমূহের সমন্বয়ে এ নীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সরকারের ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' এবং 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলার অঙ্গিকার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

## ২.০০ যৌক্তিকতা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রের মালিকানা ব্যবস্থা সর্ম্পকে বলা হয়েছে "উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদনব্যবস্থা ও বন্টনপ্রণালীসমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হইবেন জনগন এবং এই উদ্দেশ্যে মালিকানা-ব্যবস্থা নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) রাষ্ট্রীয় মালিকানা, অর্থাৎ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র লইয়া সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা ;
(খ) সমবায়ী মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা ; এবং
(গ) ব্যক্তিগত মালিকানা, অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা।”

অন্যদিকে, ১৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে “রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে- এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।”

যুগোপযোগী নীতির আওতায় বিকশিত সমবায়ের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে মানুষে মানুষে ধনী-দরিদ্রের আকাশ-পাতাল বৈষম্য দূর করে সামাজিক সাম্য ও সমতা অর্জনসহ মালিকানা সম্পর্কিত সাংবিধানিক স্বীকৃতির সফল রূপায়ণ সম্ভব। সমবায় আন্দোলনের কাংক্ষিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সমবায় সমিতিকে গণমুখী করা এবং সমবায় অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করে ‘জাতীয় পল্লী উন্নয়ন নীতি-২০০১’ এর অন্যতম কর্মসূচী ‘পল্লী উন্নয়নে সমবায়’ বাস্তবায়ন এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব ও পরিমান নির্ণয় করার লক্ষ্যে সমবায়বান্ধব নীতির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

## ৩.০০ তদারকী ও পর্যালোচনা ঃ

জাতীয় সমবায় নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, দপ্তর ও সুফলভোগীদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করতে হবে। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী এ নীতির তদারকী ও সমন্বয় সাধন করবেন। অন্যদিকে সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জাতীয় সমবায় নীতি স্ব-স্ব ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে।

নীতিতে বর্ণিত ভিশন, উদ্দেশ্যাবলী, বিষয়বস্তু ও বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ সময় সময় পর্যালোচনা (Review) করা হবে। জাতীয় সমবায় নীতি-২০১১ বাস্তবায়ন করা হলে আশা করা যায় সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ আগামী প্রজন্মের কাছে বাস্তব অর্জন হয়ে উঠবে।

## ৪.০০ ভিশন ঃ

অতীতের সনাতন সমবায় ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করে সাধারণ মানুষের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে মধ্যসত্বভোগী সমবায়জীবীমুক্ত সমবায় সংগঠনে প্রকৃত সমবায়ীদের যৌথ মালিকানা প্রতিষ্ঠা; সাধারণ সমবায়ী দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত করা, সমবায়কে উন্নয়নের লাগসই মানবিক প্রযুক্তি হিসেবে সফল করে তোলা এবং ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়কে গণমুখী করা।

## ৫.০০ উদ্দেশ্য ঃ

৫.০১ সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে সংবিধানে বর্ণিত পৃথক সেক্টর হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে সহস্রাব্দের উন্নয়ন-লক্ষ্য অর্জনে সমবায়কে অন্যতম ভূমিকায় অবতীর্ণ করা।

৫.০২ পলীর দরিদ্র জনগোষ্ঠী ও উৎপাদনকারীদের এবং শহরের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পেশাজীবী, শ্রমিক ও বস্তিবাসীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মক্ষম ব্যক্তির স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সমবায় সমিতির কার্যক্রম বহুমুখী করা।

৫.০৩ সমবায় সমিতি সমূহকে গণতান্ত্রিক ও আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলা।

৫.০৪ নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমবায়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.০৫ সমবায় চেতনা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ উদ্যোক্তাদের সমন্বয়ে অর্থনীতির বিভিন্ন সেক্টরে সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উৎপাদনের বাড়তি মুনাফা ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা।

৫.০৬ সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের উৎপাদিত কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য এবং অকৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি এবং ভোক্তার স্বার্থ নিশ্চিত করা।

৫.০৭ সমবায় কার্যক্রমকে উৎপাদন পর্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত করে সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও রপ্তানীমুখী করা।

৫.০৮ বিদ্যমান সমবায় স্তর ও শ্রেণী বিন্যাস পুনর্গঠিত করে আন্তঃসমবায় ও আন্তঃদেশীয় সমবায় সম্পর্ক জোরদার করা।

৫.০৯ সরকার ঘোষিত ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সমবায় ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৫.১০ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় এবং তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) এর ব্যাপক বিকাশের সমবায়ের ভূমিকা জোরদার করা।

৫.১১ তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সমবায়ের মাধ্যমে অদক্ষতা দূর করা এবং সমবায়ীদের কর্মসংস্হানের জন্য বিভিন্ন ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.১২ জাতীয় অর্থনীতিতে সমবায়ের অবদান নির্ধারণ করা।

৫.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় এবং পরিবেশ উন্নয়নে সমবায়কে সম্পৃক্ত করা।

৫.১৪ অংশীদারীত্বমূলক বিনিয়োগে সরকার ও সমবায় (পাবলিক এন্ড কো-অপারেটিভ) এবং ব্যক্তি ও সমবায় (প্রাইভেট এন্ড কো-অপারেটিভ) কে উৎসাহিত করা।

৫.১৫ নতুন প্রজন্মের ধ্যান-ধারণায় স্ব-প্রনোদিত ভাবে সংগঠিত সমবায় সমিতিকে উৎসাহ প্রদান করা।

৫.১৬ শহর অঞ্চলে একক পেশাভিত্তিক বহুমুখী এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ভিত্তিক সমবায় সমিতিসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট শহরকে একাধিক জোন বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হবে।

৫.১৭ আইসিএ-এর লক্ষ্য -উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে এদেশের সমবায় আন্দোলনের মুখপাত্র বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন এবং পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় ফেডারেশনকে আন্তর্জাতিক সমবায় সংগঠনগুলোর পরিপূরক হিসেবে গড়ে তোলা।

## ৬.০০ সমবায় নীতি বাস্তবায়নে সমবায় অধিদপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের ভূমিকা ঃ

ক) সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ও জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কাউন্সিলের সাথে আলোচনাক্রমে সমবায় নীতিতে বর্ণিত কৌশলসমূহকে বাস্তবে রূপদান করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তর/অধিদপ্তরের সংগে নিবিড় যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক উন্নয়নের অংশীদারিত্বের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

খ) সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি ও অন্যান্য সংস্থা সমবায় সম্প্রসারণ, উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং জাতিগঠনমূলক কাজ করে যাবে। বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী, বার্ড ও আরডিএ বিশেষভাবে সমবায় বিষয়ক প্রায়োগিক গবেষণা-প্রশিক্ষণ-প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভূমিকা জোরদার করবে।

গ) উপজেলা পর্যন্ত সমবায় কার্যক্রম তৃণমুল পর্যায়ে বিস্তৃত। তাই প্রত্যেক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত জাতীয় নীতির লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সমবায়কে অধিকতর সম্পৃক্ত করবে।

## ৭.০০ সমবায় নীতি ঃ

সমবায় নীতির সামগ্রিক বিষয়কে ৬ (ছয়) টি অনুবিভাগে বিভাজন করা হলো যথা- (১) সমবায় সমিতি সমূহের অবস্থান; (২) সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্হা; (৩) নতুন প্রজন্মের স্ব-উদ্যোগে গড়ে উঠা সমবায় সমিতিকে পৃষ্টপোষকতা প্রদান (৪) সমবায় সমিতিসমূহের আত্মব্যবস্হাপনা

নিশ্চিতকরণ (৫) সমবায় সমিতিসমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ এবং ঋণসহ উপকরণ সরবরাহ এবং (৬) আইসিটি, প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও মূল্যায়ন।

## ৭.০১ সমবায় সমিতি সমূহের অবস্থান ঃ

ক) দেশে বর্তমানে সংগঠিত সমবায় সমিতি সমূহ উদ্দেশ্যভিত্তিক মাপকাঠিতে সমবায় আইন ও বিধিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বিভক্ত। প্রাথমিক সমিতিকে অর্থবহ সমর্থন দানই কেন্দ্রীয় ও জাতীয় সমিতির প্রধান দায়িত্ব। প্রাথমিক সমবায় সমিতি জাতীয় সমবায় সমিতির সদস্য হতে পারবে।

খ) একক পেশাভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ (যথা- কৃষক সমিতি), একক লক্ষ্য জনগোষ্ঠীভিত্তিক প্রাথমিক সমবায় সমিতি সমূহ (যথা- মহিলা) এবং অঞ্চলভিত্তিক প্রাথমিক বহুমুখী সমবায় সমিতি সমূহ উপজেলা পর্যায়ে একই কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির অন্তর্ভূক্ত হবে।

গ) সমবায় আন্দোলনকে সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে একক পেশাভিত্তিক, বহুমূখী কর্মকান্ডভিত্তিক এবং বিশেষ কর্মকান্ডভিত্তিক সমিতি সমূহের সমন্বয়ে প্রতি গ্রামে একটি মাত্র সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি স্হাপন করা হবে। এ উদ্দেশ্যে একটি বাড়ী একটি খামার কর্মসূচীকে পরিপূরক বিবেচনা করা হবে।

## ৭.০২ সমবায় কার্যক্রম সম্প্রসারণে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্হা ঃ

ক) সমবায় অধিদপ্তর সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশে প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদান করবে।

খ) সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করতে পৃথক সমবায় মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

গ) সমবায় আন্দোলনের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা হবে।

ঘ) তৃণমূল থেকে শীর্ষ পর্যায়ে সমবায় ইউনিয়নের একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

## ৭.০৩ নতুন প্রজন্মের স্ব-উদ্যোগে গড়ে উঠা সমবায় সমিতি ঃ

নতুন প্রজন্মের ধ্যান-ধারণায় স্ব-উদ্যোগে গড়ে উঠা সমবায় সমিতিকে যথাযথ পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করা হবে। মুক্তবাজার অর্থনীতির এ যুগে বিবিধ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে নতুন প্রজন্মের সমবায়কে আইটিও পরিবেশবান্ধব হয়ে উঠার সার্বিক সহায়তা দেয়া হবে। রূপকল্প-২০২১ এর উদ্দেশ্য, দারিদ্র বিমোচনে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারের অঙ্গীকারকৃত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ায় স্ব-উদ্যোগী সমবায় সমিতিকে গণমুখীরূপে বিকশিত করা হবে। হাউজিং, শিক্ষা, পরিবহন, আইটি প্রভৃতি সেবা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নতুন প্রজন্মের সমবায়কে সামাজিক সেবার ইউনিট ও ইনষ্টিটিউশন হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

## ৭.০৪ সমবায় সমিতিসমূহের আত্মব্যবস্হাপনা নিশ্চিতকরণ ঃ

ক) সমবায় সমিতির আত্মব্যবস্হাপনা ও স্বয়ম্ভরতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমবায়কে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক ও স্বায়ত্তশাসিত অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিকাশের ব্যবস্হা নিশ্চিত করা হবে।

খ) সমবায়ের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি সমূহকে রাজনৈতিক ও বহিঃপ্রভাবমুক্ত রাখা হবে।

গ) সমবায় সমিতিসমূহের স্বাধীন বিকাশে সরকারের ভূমিকা নিয়ন্ত্রণমূলক না হয়ে সহযোগিতামূলক হবে।

ঘ) সমবায়ীগণের সাংগঠনিক তৎপরতাকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য নির্বাচিত সমিতি ও সফল সমবায়ীগণকে সরকারী প্রচার মাধ্যমের সহায়তায় বিশেষ স্বীকৃতিদানের ব্যবস্হা গ্রহণ করা হবে।

ঙ) সমবায় সমিতি, সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের সাফল্য মূল্যায়নে সমবায় পুরস্কার নীতি পুনর্বিন্যাস করা হবে।

### ৭.০৫ সমবায় সমিতি সমূহের ভূমিকা জোরদারকরণ এবং ঋণসহ উপকরণ সরবরাহ ঃ

ক) সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর সমবায় সমিতি সমূহকে শক্তিশালী করা হবে এবং এ সকল সমিতির জন্য নতুন নতুন কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ, নতুন সুযোগ সৃষ্টি, অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান এবং যথাযথ উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্হা করা হবে।

খ) সমবায় সমিতি সমূহের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হবে।

গ) সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নীতির ভিত্তিতে সম্ভাবনাময় সমবায় সমিতির বিকাশে সমবায় উন্নয়ন তহবিল থেকে সহায়তার মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

ঘ) দেশের উপকূলীয় অঞ্চল, চর অঞ্চল, নদীভাংগনে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অন্যান্য অঞ্চলের দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমবায়ের মাধ্যমে সংগঠিত করা হবে এবং এ সকল জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

### ৭.০৬ আইসিটি, প্রশিক্ষণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, গবেষণা ও মূল্যায়ন ঃ

ক) সমবায়ের কর্মকান্ড পরিধারণ ও মূল্যায়ন জোরদার করার লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এবং এ বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্হায় ব্যবস্হাপনা পদ্ধতিতে ICT ব্যবহার করা হবে।

খ) সমবায় বিষয়ক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সমবায়কে বিভিন্ন পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

গ) সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও সম্প্রসারণ কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্হা করা হবে।

ঘ) সমবায়ের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিরসনের লক্ষ্যে সমবায়ের উপর জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার, ওয়ার্কসপ ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যবস্হা করা হবে।

ঙ) দেশে সামগ্রিকভাবে সমবায় বিকাশে রেগুলেটরী বা নিয়ামক বিষয় সমূহ মূল্যায়ন করে ভবিষ্যত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

চ) সমবায় সমিতি তথ্য ব্যবস্হাপনা পদ্ধতি (এম আই এস) শক্তিশালী করা হবে।

ছ) সমবায় খাতের সংগে সংশ্লিষ্ট মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা হবে।

জ) সমবায় অধিদপ্তর, বার্ড, আরডিএ, বাংলাদেশ সমবায় একাডেমী এবং বিআরডিবি এর মাধ্যমে প্রায়োগিক গবেষণাকার্য আরো বৃদ্ধি করা হবে।

ঝ) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমবায়ের অভিজ্ঞতার সংগে পরিচিতি লাভের উদ্দেশ্যে সিরডাপ, আন্তর্জাতিক সমবায় সংস্হা এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্হার সহযোগিতায় সমবায় কর্মকর্তা ও সমবায়ীগণকে বিদেশে প্রশিক্ষণ ও বিদেশী সমবায় সংস্হা পরিদর্শনের সুযোগ দানের ব্যবস্হা করা হবে।

ঞ) সমবায় অধিদপ্তর এবং সমবায় আন্দোলনের সংগে সংশিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে কি পরিমাণ এবং কি পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচন করা হয়েছে এবং তা জাতীয় অর্থনীতিতে কী ভূমিকা রেখেছে তার মূল্যায়ন করা হবে।

### ৮.০০ সমবায় নীতির বাস্তবায়ন কৌশল ঃ

৮.০১ দক্ষ ও জবাবদিহিতামূলক সমবায় ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার সংস্কার সাধন।

৮.০২ সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়নমূলক কাজে সমবায়কে অংশীদার করা।

৮.০৩ সকল মন্ত্রণালয় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমবায় সমিতিসমূহকে অর্থবহ সমর্থন প্রদান।

৮.০৪ জাতীয় অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নে সমবায়ের কাংক্ষিত অবদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা।

৮.০৫ বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়নকে শক্তিশালী করা।

৮.০৬ বিসিএস (সমবায়) ক্যাডারকে শক্তিশালী করা হবে।

৮.০৭ সমবায় সমিতিসমূহকে প্রয়োজনীয় মূলধন ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের নিমিত্ত পৃথক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

৮.০৮ মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি আইন, ২০০৬ সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় মর্মে সমবায় আইনে বিধান রাখা।

৮.০৯ সরকারের সকল সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সমবায় প্রতিষ্ঠানকে ইউনিট হিসেবে কাজে লাগানো।

৮.১০ সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ও পলী উন্নয়নে সহজশর্তে উৎপাদকদের খাস জমি ও জলাশয় বন্দোবস্ত প্রদানসহ কৃষি ঋণের সরবরাহ বৃদ্ধি করা।

৮.১১ সরকারী ও বে-সরকারী প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় সমবায়ের সাফল্যগাঁথা প্রচারের লক্ষ্যে অর্থ ও সট বরাদ্দ রাখা।

৮.১২ সরকারের অঙ্গীকারকৃত দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নকল্পে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (FYP) ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) সমবায়ের প্রতি সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

৮.১৩ সমবায় কার্যক্রমের প্রায়োগিক গবেষণা বৃদ্ধি করা। মানব সম্পদ উন্নয়নে ট্রেড ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং জনশক্তি রপ্তানীতে প্রশিক্ষিত সমবায়ীকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

৮.১৪ সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্য এবং অকৃষি পণ্যের উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণন ও রপ্তানী কার্যক্রমে সরকারের সহযোগিতা ও সমর্থনের বিষয় সুস্পষ্টভাবে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় উল্লেখ করা।

৮.১৫ পণ্যের উৎপাদন কার্যক্রমে পর্যাপ্ত অর্থের যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিঃ কে তফসিলি ব্যাংকে রূপান্তর করা।

৮.১৬ কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট পণ্য কিংবা অকৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজনের জন্য শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী সমবায় সমিতিসমূহকে সরকার কর্তৃক নিম্নোক্ত উপায়ে মূলধনের যোগান দেওয়া ঃ-
ক) সমিতির ক্যাপিটাল ষ্টকে সরকারের অংশগ্রহণ।
খ) সরকারের গ্যারান্টির বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক কিংবা অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কর্জ গ্রহণ।

৮.১৭ সমবায় বিষয়ে শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে সমবায় সম্পর্কিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্তিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

## ৯.০০ উপসংহার ঃ

আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত স্তরবিন্যাসে সমাজের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধন, বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনে সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) অর্জনে প্রতিষ্ঠানিক আন্দোলন হিসেবে সমবায়ের ভূমিকা জোরদার করতে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। আত্মনির্ভরশীল হওয়ার লক্ষ্যে সমবায়ীগণের দৃঢ় প্রত্যয় ও সরকারী সমর্থনের মাত্রার উপর সমবায় আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করে। সমবায় নীতি-২০১১ সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল করার এ সকল পূর্বশর্ত পূরণ করবে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমবায়ের কাংক্ষিত সাফল্য অর্জনে সহায়ক হবে।